জুমআয় উপস্থিত ব্যক্তির কর্তব্য

মওলানা আব্দুল হামীদ মাদানী প্রণীত "স্বালাতে মুবাশ্‌শির" বই থেকে উদ্ধৃত

নামাযীর জন্য যথাসম্ভব ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহর যিকরে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকটবর্তী হও। আর লোকে দূর হতে থাকলে বেহেশ্ত প্রবেশেও দেরী হবে তার; যদিও সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ ১১০৮নং)*

জুমআর দিন নামাযী মসজিদে এসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে যাবে। দেরী করে এসে (সামনের কাতারে ফাঁক থাকলেও) কাতার চিরে সামনে যাওয়া এবং তাতে অন্যান্য নামাযীদেরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমআর দিনে এক ব্যক্তি লোকেদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী ﷺ বললেন, "বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭১৩ নং)*

খুতবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য নামায নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সময়ে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য হাল্কা করে ২ রাকআত নামায পড়া বিধেয়। যেমন কাউকে নামায না পড়ে বসতে দেখলে খতীবের উচিত তাকে ঐ নামায পড়তে আদেশ করা। খুতবা শোনা ওয়াজেব হলেও এ নামাযের গুরুত্ব দিয়েছেন খোদ মহানবী ﷺ। একদা খুতবা চলাকালে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, "তুমি নামায পড়েছ কি?" লোকটা বলল, না। তিনি বললেন, "ওঠ এবং হাল্কা করে ২ রাকআত পড়ে নাও।" *(বুখারী ৯৩০, মুসলিম ৮৭৫, আবূ দাউদ ১১১৫-১১১৬, তিরমিযী ৫১০নং)* অতঃপর তিনি সকলের জন্য চিরস্থায়ী একটি বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুতবা দেওয়া কালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন (সংক্ষেপে) ২ রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুখারী ১১৭০, মুসলিম ৮৭৫, আবূ দাউদ ১১১৭নং)*

একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ মসজিদ প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি নামায পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই নামায শেষ করলেন। নামায শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। এক্ষনি ওরা যে আপনার অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, আমি সে নামায ছাড়ব কেন, যে নামায পড়তে নবী ﷺ-কে আদেশ করতে দেখেছি। *(তিরমিযী ৫১১নং)*

বলা বাহুল্য, খুতবা শুরু হলে লাল বাতি জ্বেলে দেওয়া, অথবা কাউকে ঐ ২ রাকআত নামায পড়তে দেখে চোখ লাল করা, অথবা তার জামা ধরে টান দেওয়া, অথবা খোদ খতীব সাহেবের মানা করা সুন্নাহ-বিরোধী তথা বিদআত কাজ।

জুমআর আযানের সময় মসজিদে এলে দাঁড়িয়ে থেকে আযানের উত্তর না দিয়ে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে খুতবা শোনার জন্য বসে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ১/৩৩৫, ৩৪৯)*

প্রকাশ থাকে যে, আযানের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। *(তামামুল মিন্নাহ ৩৪০পৃঃ)* আর খুতবা শোনা ওয়াজেব। সুতরাং আযানের সময় পার করে খুতবা শুরু হলে নামায পড়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজেব না হলেও ঐ সময় মহানবী ﷺ-এর মহা আদেশ পালন করা জরুরী।

সম্প্রচারেঃ-
ইসলামিক এডুকেশন এ্যান্ড্ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
বালিহাট্টা, পান্ডুয়া, জেলাঃ- হুগলী, (পঃ বঃ)